

যে জীবন পুণ্যময় • ৩

যে জীবন পুণ্যময়

মুফতি তাকী উসমানী

অনুবাদ

রাইহান খাইরুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ

মাহিয়াত সাওরা





শিরোনাম	পৃষ্ঠা
০০. ভূমিকা	১১
০১. নিয়ত ঠিক করা	১৬
০২. দুআ	১৯
০৩. মাসনুন দুআ	২০
০৪. ইসতেগফার	২১
০৫. আল্লাহর যিকির	২৩
০৬. দুরুদ শরীফ	২৫
০৭. আল্লাহর কৃতজ্ঞতা	২৬
০৮. সবর	৩০
০৯. প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা	৩৩
১০. প্রথমে সালাম দেওয়া	৩৫
১১. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা	৩৭
১২. জানাযা ও দাফনে অংশগ্রহণ	৩৯
১৩. সমবেদনা জ্ঞাপন ও সাজ্জনা-প্রদান	৪১
১৪. আল্লাহর জন্য মুহাব্বাত	৪১
১৫. মুসলমানকে সাহায্য করা	৪৪
১৬. ভালো কাজে সুপারিশ	৪৫
১৭. অন্যের দোষ-গোপন	৪৭
১৮. ভালো কাজে উৎসাহিত করা	৪৮
১৯. দান-সদকা	৫০
২০. ক্ষমা করা	৫১
২১. নম্রতা	৫৩
২২. মীমাংসা করে দেওয়া	৫৫

২৩. বিধবা ও ইয়াতিমের দেখাশোনা	৫৭
২৪. পরিবারের জন্য ব্যয় করা	৫৯
২৫. পিতামাতার সাথে সদ্যবহার	৬০
২৬. পিতামাতার বন্ধু ও সঙ্গীদের সাথে সদ্যবহার	৬৪
২৭. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সুন্দর আচরণ	৬৫
২৮. আত্মীয়তার বন্ধন	৬৭
২৯. প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার	৬৯
৩০. হাসিমুখে সাক্ষাৎ ও সুন্দর ব্যবহার	৭১
৩১. সফরসঙ্গীর সাথে সুন্দর ব্যবহার	৭২
৩২. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাৎ	৭৩
৩৩. আতিথেয়তা	৭৪
৩৪. পথের কাঁটা অপসারণ	৭৪
৩৫. ঝগড়া এড়িয়ে চলা	৭৬
৩৬. দীনি-জ্ঞান অর্জন	৭৭
৩৭. দীনি-শিক্ষা প্রদান	৭৯
৩৮. বড়দের সম্মান করা	৮০
৩৯. ইসলামি নিদর্শনের সম্মান	৮১
৪০. ছোটদের স্নেহ করা	৮১
৪১. আযান দেওয়া	৮২
৪২. আযানের উত্তর দেওয়া	৮২
৪৩. কুরআন তেলাওয়াত	৮৪
৪৪. সুরা ফাতিহা ও সুরা ইখলাস তেলাওয়াত	৮৬
৪৫. উত্তমভাবে ওয়ু করা	৮৭
৪৬. মেসওয়াক করা	৮৭
৪৭. ওয়ুর পর দুআ পড়া	৮৮
৪৮. তাহিয়াতুল ওয়ু	৮৯
৪৯. তাহিয়াতুল মসজিদ	৮৯
৫১. ইতিকাকের নিয়ত	৯০
৫১. প্রথম কাতারে নামাজ পড়া	৯০

৫২. কাতারের ফাঁকা পূর্ণ করা	৯১
৫৩. ইশরাকের নামায	৯২
৫৪. জুমুআর দিন গোসল ও সুগন্ধি ব্যবহার	৯৩
৫৫. সাহরি খাওয়া	৯৪
৫৬. অবিলম্বে ইফতার	৯৫
৫৭. রোযাদারকে ইফতার করানো	৯৬
৫৮. হাজী ও মুজাহিদের পরিবারের খোঁজখবর	৯৬
৫৯. শাহাদাতের প্রার্থনা	৯৭
৬০. ভোর থেকে দিন শুরু	৯৮
৬১. বাজারে আল্লাহর জিকির	৯৮
৬২. বিক্রিত মাল ফেরত নেওয়া	৯৯
৬৩. ঋণ দেওয়া	১০০
৬৪. অভাবগ্রস্ত ঋণীকে অবকাশ দেওয়া	১০০
৬৫. ব্যবসায় সততা	১০১
৬৬. বৃক্ষরোপণ	১০২
৬৭. পশুপাখির সাথে সুন্দর আচরণ	১০২
৬৮. ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলা	১০৩
৬৯. যবানের হেফাযত	১০৪
৭০. অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকা	১০৫
৭১. জান্নাতের জামিন	১০৬
৭২. ডানদিক থেকে শুরু করা	১০৬
৭৩. পড়ে যাওয়া খাবার তুলে খাওয়া	১০৮
৭৪. হাঁচি ও প্রত্যাঘাত	১০৮
৭৫. আল্লাহর ভয়	১০৯
৭৬. আল্লাহর প্রতি উত্তম ধারণা ও আশা	১১০

দুটো কথা,

‘যে জীবন পুণ্যময়’ বইটি মুফতি রাইহান খাইরুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ’র অসমাপ্ত কাজ। বিভিন্ন সময়ে এ বইয়ের মতো আরো কয়েকটি বইয়ের কাজ তিনি শুরু করেছিলেন, যেগুলো শেষ করার সুযোগ হয়নি। আমরা তাঁর অসমাপ্ত কাজগুলো শেষ করার পরিকল্পনা করেছি। যেন এই কাজগুলো তাঁর ও আমাদের জন্য মহান আল্লাহ সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন। আল্লাহ তাওফিকদাতা।

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো, মানুষ যেন এখানে নেক আমলের মাধ্যমে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ করে এবং এমন কাজ করে, যার মাধ্যমে আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জিত হবে।

কিন্তু আমরা দুনিয়াবি ব্যস্ততায় লিপ্ত হয়ে জীবনের এই মূল উদ্দেশ্য থেকে উদাসীন হয়ে পড়েছি। আমাদের সকাল-সন্ধ্যা কাটে দুনিয়ার জীবনকে আরো সুন্দর ও উপভোগ্য বানানোর দৌড়ঝাঁপে। এই ব্যস্ততায় খুব কম মানুষই আখেরাতকে সুন্দর করার চিন্তা করে। অথচ এটি সুনিশ্চিত যে, একদিন আমাদের এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হবে। কোনো নাস্তিকও এ সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। মৃত্যুর সময়ও নির্ধারিত নেই। কখন কার ডাক এসে যাবে, কেউ জানে না।

আখেরাতকে কল্যাণময় করার যে পদ্ধতি ইসলাম বলে দিয়েছে, তা মূলত কঠিন নয়। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে দুনিয়ার জীবনও শান্তিময় হয়ে ওঠে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলামি শিক্ষা অনুসরণ করা অনেক কঠিন; যার জন্য বহু পার্থিব সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে হয়। অধিকাংশ লোক এ কথা ভেবে ইসলামের পথে চলা আরম্ভই করে না। অথচ ইসলামের বিধান মোটেও কঠিন নয়। যে এর ওপর আমল করতে চায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়টিই সুন্দর হয়ে ওঠে।

ইসলামের কিছু বিধান মানা কষ্টকর হলেও পরকালের চিরস্থায়ী কল্যাণের তুলনায় সেটা কিছুই না। মানুষ তো অর্থ উপার্জনের জন্য আন্তরিকভাবে পরিশ্রম করেই থাকে। কেননা সে জানে, এর বিনিময়ে আয় হবে। তেমনি ইসলামের বিধান মানার বিনিময়ে আখেরাতের অকল্পনীয় নেয়ামতরাজি পাওয়া যাবে। তাহলে এর জন্য সামান্য কষ্ট করতে সমস্যা কোথায়?

ইসলামের কিছু বিধান পালন করতে খানিকটা পরিশ্রম বা কষ্ট করতে হয়। তবে আল্লাহ তাআলা এমন অনেক কাজের কথা বলেছেন, যা করতে তেমন কষ্ট হয় না, খুব বেশি সময় ব্যয় হয় না, টাকাপয়সাও লাগে না। কেবল সামান্য মনোযোগ দিতে হয়। মানুষ একটু মনোযোগ দিলেই অল্প পরিশ্রমে তার আমলনামায় বিপুল সওয়াব যুক্ত করতে পারে। এই আমলগুলোর

অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে বসে বসে আখেরাতের অনেক পাথেয় জমা হয়ে যাবে।

আমলনামা বৃদ্ধির প্রতি এখন আমাদের গুরুত্ব নেই, কিন্তু যেদিন দুচোখ বন্ধ হবে, আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবো, হিসাব দিতে হবে, সেদিন বুঝতে পারব ছোট্ট একটি নেক কাজের কত মূল্য! আখেরাতে টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা কাজে আসবে না। সেখানে শুধু নেক কাজের মূল্য থাকবে। জিজ্ঞেস করা হবে, কী পরিমাণ নেকি নিয়ে এসেছ? তখন যদি আঁচল শূন্য থাকে, ভীষণ আফসোস হবে যে, কেন আমরা দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক কাজ করলাম না! তখন আর অনুতাপ করে লাভ হবে না।

সাহাবায়ে কেরাম নেক কাজের মূল্য জানতেন। তাই তারা সর্বদা নেক কাজে অগ্রহী ছিলেন। কোনো সওয়াবের কাজের ব্যাপারে জানামাত্রই তার ওপর আমল শুরু করতেন। যে কাজের সওয়াবের ব্যাপারে দেরিতে জানতে পারতেন, সেটা নিয়ে আফসোস করতেন যে, আগে জানলে তো আরো বেশি করা যেত।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে আবু হুরায়রা রা. এই হাদিস শোনান, ‘যে ব্যক্তি জানাযার নামায পড়বে, সে এক কিরাত সমপরিমাণ সওয়াব পাবে আর যে মাইয়েতকে দাফন করা পর্যন্ত থাকবে, সে দুই কিরাত সওয়াব পাবে। এক কিরাত হলো উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সওয়াব।’

ইবনে উমর রা. আয়েশা রা.-কে হাদিসটির ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনিও সত্যায়ন করেন। তখন ইবনে উমর রা. আফসোস করে বলেন, আমরা অকারণে অনেক কিরাত সওয়াব হাতছাড়া করে ফেলেছি।^১

প্রতিটি পুণ্যের কাজ অত্যন্ত মূল্যবান। বিশেষত যেসব নেক কাজ করতে কষ্ট হয় না, সেগুলো শুধু অবহেলার কারণে ছেড়ে দেওয়া বোকামি। আখেরাতে এর জন্য সীমাহীন আফসোস করতে হবে।

এ কারণে চিন্তা করলাম, একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় এমন কিছু সহজ নেকির তালিকা করব, যা পালন করতে তেমন পরিশ্রম করতে হয় না বা সময় ব্যয় হয় না। সামান্য মনোযোগ দিলেই আমলনামায় অনেক নেকি জমা হতে থাকে।

^১ তিরমিযী : ১০৪০

মুসলিম ভাইদের প্রতি অনুরোধ, এই সোনালি আমলগুলো মনোযোগ ও আত্মহ সহকারে পাঠ করবেন এবং নিয়মিত পালন করার চেষ্টা করবেন। এটা অসম্ভব নয় যে, বাহ্যিকভাবে ছোট ছোট এসব আমল আমাদের জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং এর মাধ্যমে আমরা আখেরাতের আযাব থেকে পার পেয়ে যাব।

আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে অধমকে এবং সকল মুসলমানকে এর ওপর আমল করার তাওফিক দিন এবং একে কবুল করে নিন। আমিন।

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দারুল উলুম করাচি

১৯ জুমাদাল উখরা, ১৪০৯

কিছু নির্দেশনা

এই বইয়ে সেসব আমলের কথা বলা হয়েছে, যা পালন করতে খুব কষ্ট বা পরিশ্রম করতে হয় না, তবে অনেক সওয়াব হয়। উদ্দেশ্য হলো, এসব সহজ নেকি পালন করার আগ্রহ অন্তরে তৈরি হওয়া। তবে এই বই পাঠের সময় কয়েকটি বিষয় মনে রাখা জরুরি :

১. এই বইয়ের উদ্দেশ্য সহজ সহজ নেকিগুলো বর্ণনা করা, তাই এতে ফরয, ওয়াজিব ও অন্য অনেক জরুরি আমলের কথা বলা হয়নি। এই নেকির কাজগুলো অবশ্যই দীনের অংশ, তবে এসব আমলের মধ্যে দীন সীমাবদ্ধ নয়। শরিয়তের বিধান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হলো, সকল ফরয-ওয়াজিব কাজ যথাযথভাবে পালন করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

এই গ্রন্থের দুটি উদ্দেশ্য :

ক. যারা ফরয-ওয়াজিব গুরুত্ব সহকারে পালন করে, তাদেরকে এমন কিছু আমলের উৎসাহ দেওয়া, যা তাদের আমলনামা ভারী করবে।

খ. যারা দীনকে কঠিন মনে করে তা থেকে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে আছে, তাদেরকে এমন কিছু সহজ আমলের উৎসাহ দেওয়া, যা পালন করা কঠিন নয়। এই আমলগুলোর মাধ্যমে দীনের পথে আসার সূচনা হবে তাদের। তারা নিয়মিত এই আমলগুলো করলে আশা করা যায়, ধীরে ধীরে তাদের অন্তরে দীনের সকল বিধান মেনে চলার আগ্রহ জন্মাবে এবং একসময় পুরোপুরি দীন পালন করা সহজ হয়ে যাবে।

২. এই গ্রন্থে এমন অনেক হাদিস এসেছে, যাতে সহজ কোনো আমলের বিনিময়ে গুনাহ মার্ফের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এগুলো দ্বারা সগিরা গুনাহ উদ্দেশ্য। কারণ, কবিরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয় না। কুরআনে আছে :

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

‘যদি তোমরা বড় বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকো, যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তাহলে আমি তোমাদের ছোট গুনাহ মোচন করে দেব।’^১

তাছাড়া যেসব গুনাহ বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলো হক পৌছে দেওয়া বা মাফ করিয়ে নেওয়া পর্যন্ত মাফ হবে না।

সুতরাং এই বইয়ে বিভিন্ন নেক কাজের বিনিময়ে পাপ মোচনের বিষয়টি পড়ে এই ভুল ধারণা যেন না হয় যে, যত ইচ্ছা গুনাহ করতে থাকবে আর এসব আমলের মাধ্যমে সব মাফ হয়ে যাবে।

মূলত যে পরিবেশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ফযিলতের কথা বলেছেন, সে সময় কোনো মুমিনের কবিরাত গুনাহে লিপ্ত হয়ে তাওবা না করাটা অকল্পনীয় ছিল। তখনকার মানুষের বেশিরভাগ গুনাহ ছিল সগিরা। এজন্য নবীজি এগুলো মাফ হওয়ার কথা বলেছেন। এর দ্বারা কবিরাত গুনাহের ভয়াবহতা এবং তাওয়ার গুরুত্ব কমে যায় না।

৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথাটিও মনে রাখতে হবে:

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا

‘কোনো নেক কাজকে তুচ্ছ মনে করবে না।’^১

তাই শয়তানের এ ধোঁকায় নিপতিত হওয়া যাবে না যে, দীনের বড় বড় কাজ করতে পারছি না, এসব ছোট ছোট নেক কাজ করে কী লাভ! মূলত কোনো নেক আমলই তুচ্ছ নয়। যখন যে পুণ্য কাজের সুযোগ হবে, সেটাকেই গনিমত মনে করে দ্রুত করে ফেলতে হবে। হতে পারে, আল্লাহ এটি কবুল করে নেবেন আর এর বরকতে আমাদের অন্যান্য আমল ঠিক হয়ে যাবে।

চিন্তার এই ভারসাম্যতা এবং প্রবল আত্মহ নিয়ে এই বইটি পাঠ করলে অত্যন্ত উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

১. নিয়ত ঠিক করা

নিয়ত এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার মাধ্যমে একজন মুমিন মাটিকেও সোনায়ে রূপান্তরিত করতে পারে। হাদিসে আছে :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

‘সকল আমলের ভিত্তি নিয়তের ওপর।’^১

অনেকে এর অর্থ মনে করে, ভালো নিয়তে মন্দ কাজ করলেও সেটা ভালো হয়ে যায়। এটা মারাত্মক ভুল ধারণা। পাপ সর্বাবস্থাতেই পাপ। যত ভালো নিয়তেই করা হোক না কেন, সেটা বৈধ হয় না। যেমন : কেউ যদি সদকার নিয়তে চুরি করে, তার এই নিয়তের কারণে চুরি জায়েয হবে না।

এই হাদিস দ্বারা উদ্দেশ্য হলো :

ক. নিয়ত সঠিক না থাকলে কোনো নেক কাজের সওয়াব পাওয়া যায় না। যেমন : আল্লাহর সম্ভৃতির নিয়তে নামায আদায় করলে সেটার জন্য সওয়াব অর্জিত হবে। মানুষকে দেখানোর জন্য নামায পড়লে সওয়াব তো হবেই না, বরং গুনাহ হবে।

খ. বৈধ যত কাজ রয়েছে, সেগুলোর মূল বিধান হলো এগুলো করলে সওয়াব বা গুনাহ কোনোটাই হয় না। তবে এগুলো ভালো নিয়তে করলে ইবাদত হয়ে যায়; তখন সওয়াব পাওয়া যায়। যেমন : খাওয়াদাওয়া করা বৈধ কাজ। কেউ যদি এই নিয়তে খাবার খায় যে, এর মাধ্যমে দেহকে শক্তিশালী করে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করবে, তাহলে এই খাবারও সওয়াবের কারণ হবে। অথবা এই নিয়তে খাবার গ্রহণ করে যে, আল্লাহ আমার দেহের ওপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালনের জন্য খাচ্ছি অথবা এর মাধ্যমে যে স্বাদ ও শান্তি লাভ করব, তার জন্য মন থেকে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করব, তখন এতেও সওয়াব অর্জিত হবে।

এমন কোনো বৈধ কাজ নেই, যাকে ভালো নিয়তে সম্পাদন করে ইবাদত ও সওয়াবের কাজ বানানো যাবে না। আমরা আমাদের দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজকে ভালো নিয়তের মাধ্যমে সওয়াব লাভের ওসিলা বানাতে পারি। যেমন :

^১ সহিহ বুখারি : ১

* উপার্জন। সেটা ব্যবসা হোক বা চাকরি, কৃষিকাজ হোক বা শিল্প, মানুষ যদি এই নিয়তে করে, আল্লাহ আমার ওপর পরিবারের যে দায়িত্ব দিয়েছেন, তা পালনের জন্য উপার্জন করছি, তাহলে হালাল উপার্জনের সকল কাজ ইবাদত ও সওয়াবে পরিণত হয়। তাছাড়া এই নিয়তও যদি করে যে, আমার আয় থেকে পরিবারের জন্য ব্যয় করার পর যা রয়ে যাবে, তা দিয়ে দরিদ্রদের সহায়তা করব বা অন্য ভালো কাজে ব্যয় করব, তাহলে সওয়াবের পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে।

* কোনো শিক্ষার্থী যদি এই নিয়ত করে, আমি আমার অর্জিত শিক্ষা দ্বারা মানবসেবা করব। যেমন : ইলমে দীন শেখার সময় মানুষের কাছে দীনের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার নিয়ত করা। মেডিকেলের শিক্ষার্থী নিয়ত করল, এই বিদ্যার মাধ্যমে অসুস্থদের সেবা করবে। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র নিয়ত করল, এই শাস্ত্র দ্বারা দেশ ও জাতির সেবা করবে। অন্য কোনো বিদ্যা বা শিল্প শেখার সময় নিয়ত করল, এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করবে। তাহলে এই বিদ্যা অর্জনে যত সময় ব্যয় হবে, এই নিয়তের কারণে সওয়াব পেতে থাকবে।

* মানুষ যে পেশাই গ্রহণ করুক না কেন, তাতে যদি এমন নিয়ত করে, আমার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর, কোনো না কোনোভাবে তা পেয়ে যাব। অর্থ উপার্জনের অনেক পন্থা রয়েছে। এর মধ্যে আমি অমুক পন্থা গ্রহণ করছি, যাতে এর মাধ্যমে মানবসেবা করতে পারি। তখন এই পেশা সওয়াবের কারণ হয়ে যাবে। যেমন : কোনো ব্যক্তি ডাক্তার হতে চায়। সে নিয়ত করল, আমি এর মাধ্যমে অসুস্থ ও বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করব। তখন সে যৌক্তিক ভিজিট গ্রহণ করলেও নিয়তের কারণে সওয়াব পেতে থাকবে। বাস্তবেও তার মনে এমন নিয়ত থাকলে সে অতি দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে বা সর্বোচ্চ ছাড়ে চিকিৎসা করবে।

কাপড়ব্যবসায়ী যদি এভাবে নিয়ত করে, শরিয়ত পোশাক পরাকে বাধ্যতামূলক করেছে। আমি এই বিধান পালনে মানুষের সাহায্য করব। তাহলে আশা করা যায়, সেও সওয়াবের অধিকারী হবে।

তেমনি কেউ যদি সুদমুক্ত সরকারি চাকরি করে এই নিয়তে যে, সে এর মাধ্যমে মানুষের প্রয়োজন পূরণ করবে, তাহলে বেতন নিলেও সে সওয়াব পাবে। মোটকথা, এমন কোনো পেশা নেই, যাতে ভালো নিয়ত করা যায় না।

* এই নিয়তে উত্তম পোশাক পরিধান করা, আল্লাহ আমাকে যে নেয়ামত দিয়েছেন তা প্রকাশের জন্য এবং যারা দেখবে তারা যেন আনন্দিত হয়। (এই নিয়তে পরা যাবে না, সবাই যেন আমাকে ধনী মনে করে।)

* সন্তানদের এই নিয়তে আদর করা, নবীজির সুন্নত হলো, তিনি শিশুদের আদর করতেন।

* এই নিয়তে সংসারের কাজ করা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে এসে সংসারের কাজে সহযোগিতা করতেন।

* স্ত্রী-সন্তানের সাথে এই নিয়তে উত্তম আচরণ করা যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত। তিনি পরিবারের লোকদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

* এই নিয়তে মেহমানদারি করা যে, মেহমানদের সম্মান করা সুন্নত ও মুমিনের হক।

* বাড়িতে গাছ লাগানোর সময় নিয়ত করবে, এর দ্বারা কোনো মানুষ বা পশুর উপকার হবে এবং দর্শকরা এটি দেখে আনন্দিত হবে।

* নিজ হস্তলিপিকে এই নিয়তে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করার চেষ্টা করবে যে, পাঠক যেন সহজে পড়তে পারে।

* নারীরা এই নিয়তে বৈধ সাজসজ্জা করবে যে, এতে স্বামী খুশি হবে। পুরুষরাও এই নিয়তে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকবে যে, স্ত্রী যেন আনন্দিত হয়।

* বৈধ বিনোদন ও খেলাধুলা এই নিয়তে করবে যে, এর দ্বারা ফরয আদায়ে উদ্যম অনুভব হবে।

* ঘড়ি পরবে এই নিয়তে যে, এর মাধ্যমে নামাযের সময় জানা যাবে এবং সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে একে উত্তম কাজে ব্যয় করবে।

এই হলো কয়েকটি উদাহরণ। ইমাম গায়ালী রহ. ইহয়াউল উলুমে যথার্থ বলেছেন : মানুষের জীবনের প্রতিটি বৈধ কাজকে ভালো নিয়তে করে সওয়াব লাভ করা সম্ভব। এমনকি স্বামী-স্ত্রী যদি এই নিয়তে মিলিত হয় যে, এর মাধ্যমে অপরজনের হক আদায় করছে এবং চরিত্র ঠিক রাখছে, তাহলে এর জন্যও সওয়াব পাবে।

২. দুআ

বান্দার মুনাজাত আল্লাহর অত্যন্ত প্রিয়। মানুষ যত বড় দানশীল হোক না কেন, তার কাছে একই ব্যক্তি বারবার চাইতে থাকলে একপর্যায়ে বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক উল্টো। তাঁর কাছে বান্দা যত বেশি চাইবে, আল্লাহ তত বেশি খুশি হবেন। হাদিসে এ কথাও আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে না, তিনি তার ওপর অসন্তুষ্ট হন।

দুআ কেবল নিজ উদ্দেশ্য পূরণের মাধ্যম নয়, এটি পৃথক ইবাদত। ব্যক্তিগত বা পার্শ্বিক উদ্দেশ্যে দুআ করলেও সেটা ইবাদত হিসেবে গণ্য হয় এবং সওয়াব হয়। যত বেশি দুআ করা হয়, ততই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। শুধু বিপদ-মুসিবতের সময় দুআ করলে হবে না, ভালো সময়েও দুআ করতে হবে। হাদিসে আছে, ‘কেউ যদি চায় বিপদের সময় তার দুআ কবুল হবে, তাহলে সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি বেশি দুআ করে।’^১

আল্লাহ তাআলা কুরআনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ‘তোমরা আমার কাছে দুআ করো, আমি কবুল করব।’ আল্লাহর এই ওয়াদা ভুল হতে পারে না। তাই এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দুআ করতে হবে যে, এটি অবশ্যই কবুল হবে। তবে কবুল হওয়ার ধরন ভিন্ন হয়ে থাকে। অনেকসময় সেটাই পাওয়া যায়, যা চাওয়া হয়েছে। কখনো সেই বিষয়টি আল্লাহর জ্ঞানে বান্দার জন্য উপকারী নয় দেখে তিনি এরচেয়ে উত্তম বস্তু দুনিয়া বা আখেরাতে দান করেন। এভাবে প্রতিটি দুআর ৩টি উপকারিতা : ক. দুআ কবুল হলে মনের আশা পূরণ হয়।

খ. দুআ করলে সওয়াব হয়।

গ. বেশি দুআ করলে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

দুআর আদব হলো, কেবলামুখি হয়ে হাত উঠিয়ে দুআ করা এবং দুআর আগে আল্লাহর প্রশংসা ও দুরূদ পাঠ করা। তবে সুযোগ না পেলে এগুলো ছাড়াও দুআ করা যাবে। এভাবে আল্লাহ দুআকে এত সহজ করে দিয়েছেন যে, সবসময় সবখানে দুআ করা সম্ভব। চলা-ফেরায়, কাজে-কর্মে এমনকি মনে মনেও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা যায়।

^১ তিরমিযী : ৩৩৮২

তাছাড়া কেবল বড় বড় বিষয়ের জন্য দুআ নয়, বরং ছোট-বড় সব ধরনের প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাওয়া যাবে। হাদিসে আছে, ‘তোমাদের প্রত্যেকেই যেন তার সব প্রয়োজন পূরনের জন্য রবের নিকট প্রার্থনা করে, এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও।’^১

এজন্য এই অভ্যাস করে নেওয়া উচিত যে, ছোটখাটো প্রয়োজন দেখা দিলেও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। সামান্য বিপদেও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে। শিশু যেমন যে কোনো সমস্যায় পড়লে মাকে ডাকে, তেমনি বান্দার জন্য আল্লাহকে ডাকা উচিত। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, সারাক্ষণ আল্লাহর কাছে চাইতে থাকবে। অভ্যাস করে দেখুন, অতি দ্রুত ফলাফল দেখতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

৩. মাসনুন দুআ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে বিশেষ কিছু দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন : ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দুআ, টয়লেটে যাওয়ার আগে-পরের দুআ; ওয়ুর সময়, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, ঘরে প্রবেশের সময়, খানা খাওয়ার আগে, খাবারের পর, আযান শোনার পর, পোশাক পরিধান, আয়না দেখা ও ঘুমের আগের দুআ। এগুলো আমাদের দীন ও দুনিয়ার সমস্ত প্রয়োজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আজীবন চিন্তা করলেও নবীজির শেখানো দুআ থেকে উত্তম দুআ খুঁজে পাব না।

এই দুআগুলো পাঠ করতে সময়ও লাগে না, কষ্টও হয় না। এর জন্য হাত ওঠাতে হয় না, ওয়ু করতে হয় না। এগুলো মুখস্থ করে পড়ার অভ্যাস করে নিলে দুনিয়া ও আখেরাতের বিরাট বিনিময় অর্জিত হবে আর আমলনামায় নেকির ভান্ডার জমা হতে থাকবে।

তাই প্রত্যেক মুসলমানের এই দুআগুলো মুখস্থ করা উচিত। বেশ কিছু গ্রন্থে এগুলো একত্র করা হয়েছে। হাকিমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. রচিত ‘মুনাজাতে মাকবুল’-এ এমন অধিকাংশ দুআ সন্নিবেশিত

^১ তিরমিযী : ৩৬০৪/৮